[redacted]

[redacted]

সভাপতি সাধারন সম্পাদকসহ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচন আর মাত্র ব মাত্র ৬ দিন বাকি। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রার্থীদের ঘুম হারাম হয়ে আসছে।এবারের নির্বাচনে শ্রমিকরা গুন্জন ছড়াচ্ছে যারা ক্ষমতায় আছে তারাই থাকবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সহ ৯টি পদের বিপরীতে মনোনয়ন সংগ্রহ করছে একাধিক প্রার্থী।শনিবার নির্বাচন পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্রের ফরম সরবরাহ, মনোনয়নপত্রের ফরম দাখিল, মনোনয়নপত্র যাচাই- বাছাই শেষে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। ২৮ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্রের ফরম সরবরাহ করা, দুপুর ১টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিল, ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রতিক নির্ধারণ রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থী পদ পত্যাহারের শেষ সময় বেধে দেয় নির্বাচন কমিটি।

কেরু’র শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান কেরুর মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাক্ষরিত প্রতিক বরাদ্দ দেন।

এবারের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন তাদের প্রতিক হচ্ছে সভাপতি পদপ্রার্থী ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ পেয়েছেন ছাতা প্রতিক, তৈয়ব আলী পেয়েছেন সাইকেল, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ পেয়েছেন চাঁদতারা, মনিরুল ইসলাম পিন্স আনারস, জয়নাল আবেদীন নফর হারিকেন, সহ-সভাপতি এসএম কবির পেয়েছেন কলস, আনিসুর রহমান গরুর গাড়ি, রেজাউল করিম টেবিল, মফিজুল ইসলাম তালাচাবি, সহ-সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পেয়েছেন চেয়ার, খবির উদ্দিন আম, হাফিজুর রহমান হাস, মহিদুল ইসলাম হাতপাখা, আতিয়ার রহমান মাছ, দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট পেয়েছেন

উড়োজাহাজ, আবুল হোসেন হরিণ, প্রচার সম্পাদক পদে পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত কুুঁড়েঘর, মিজানুর রহমান মোরগ, আব্দুল কুদ্দুস মোবাইল ফোন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লা পেয়েছেন রিকসা, আবু সাঈদ পেয়েছেন কাঠাল।

সদস্যদের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে সেলিম খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন, ২ নং ওয়ার্ডের বাবর আলী পেয়েছেন বেলচা,আব্বাস আলী বালতি, আমিনুল ইসলাম ডাব, ৩ নং ওয়ার্ডের বাবুল আক্তার পেয়েছেন গোলটুপি, জাহিদুল ইসলাম ডাব, মোজহারুল হাতুড়ি, শরিফুল ইসলাম টর্চ লাইট, শফিকুল ইসলাম আখের আটি ৪ নং ওয়ার্ডের মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ডাব, কামরুল হাসান আখের আটি, মাহামুনুল হাসান টর্চ লাইট, ৫ নং ওয়ার্ডের সাইফুদ্দিন সুমন পেয়েছেন ডাব, সাহেব আলী শিকদার টর্চলাইট, মোহাম্মদ হারিজুল ইসলাম আখের আটি, ৬ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতিক হয়েছিলো মাজেদুল ইসলাম ডাবলু আখের আটি, নুরুল ইসলাম বেলচা, মজিবর রহমান ডাব। ৭ নং ওয়ার্ডের জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন গাভী, জাহিরুল ইসলাম বালতি, ইদ্রিস আলী ডাব, রবিউল ইসলাম বেলচা, আজাদ আলী হাতুড়ি তারাপদ বিশ্বাস আখের আটি।

প্রতিক পেয়ে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনায় ছুটছেন রাত দিন। বিরামহীন ঠিকটাক চলছে তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা। প্রতিদিনই দফায় দফায় প্রার্থীদের পক্ষে চলছে ভোট প্রার্থনা। প্রার্থী নিজে কিংবা তার স্বপক্ষে লোকজন রাত দিন যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। তুলে ধরছেন নিজ পছন্দের প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। কুশল বিনিময় আর সালাম আদাব জানিয়ে চাইছেন তাদের মূল্যবান ভোট । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভোটারদের কাছে করছেন ভোটের আবেদন নিবেদন। প্রার্থীর পক্ষে প্রচরণায় মাঠে আছেন একাধীক কর্মীরাও। নিজদের পক্ষে ভোট টানতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভোটারদের আত্বীয় স্বজনকে। আত্বীয়তার সম্পর্কে তারা ভোট চাইছেন নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে। ভোট যুদ্ধে বিজয়ী হতে চালানো হচ্ছে নানা কৌশল। শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অনান্য পদ ও সদস্যরা। অন্য ভোটের চেয়ে ব্যাতিক্রম এই ভোটে কেরুজ আঙিনা সব সময় থাকে সরগরম।

প্রার্থীদের ব্যাপক প্রচারণায় অনেকটা জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ। আর হাতে মাত্র ছয় দিন। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় প্রার্থীদের

প্রচারণার কাজে রাত দিন একাকার। কাটছে র্নিঘুম রাত। ফুরসদ নেই দিনেও। এখন প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য যে ভাবেই হউক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ মুর্হুতে তাদের মনজয় করে মূল্যবান ভোট নিজেদের ভাগে আনা। ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার হতে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে চলছে নানা কলা কৌশল। দিচ্ছেন নানা উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি। তবে ভোটাররা শ্রমিক কর্মচারি হওয়ায় তারাও অধিক সচেতন। যোগ্য প্রার্থীদের বেচে নিয়েই ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে । তবে কিছু চালাক ও সচেতন ভোটারা কোন প্রার্থীর পক্ষেও মুখও খুলছেন না সহজেই। নিজ দল বা নিকটজন না হলে প্রার্থীর পক্ষে মাঠে সরাসরি ভোট চাইতেও নামছেন তারা। ভোটের মাঠে প্রার্থীরা সরব হলেও সেসব ভোটাররা রয়েছেন নিরব। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত থাকলেও বসে নেই সদস্য প্রার্থীরাও।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর তুলনায় সদস্য প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটার কম হলেও তাদের মত তারাও হরদম ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রত্যাশা ভোটারদের মন জয় করে তাদের কাঙ্খিত রায় পাওয়ার। আসন্ন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২ (দুই)জন প্রার্থী ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৩(তিন) জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।যতই দিন গড়াচ্ছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মসুদুর রহমান মাসুদের পক্ষে গণজাগরণ সৃস্টির লক্ষে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচারণা। কর্মিরা দিনরাত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছে। ভোটাররা প্রতিদিনই কেউ কেউ যোগদান করছে মাসুদ সংগঠনে।

অপরদিকে মাসুদুর রহমান মাসুদ দুবছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে শ্রমিক ও কর্মচারিদের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেজন্যই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কর্মচারিদের কাছে। যার ফলশ্রুতিতে সঠিক নেতৃত্ব বেচে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ। এবিষয়ে আশাবুল হক মুক্ত জোয়াদ্দার ও নজরুল ইসলাম বিশ্বাস হিরক ও সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এসএম কবির দিনরাত পরিশ্রম করে জয়ের মালা নিয়ে ঘরে ফিরবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন । এ নির্বাচনে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মোট ভোটার সংখ্যা ১১৮৭।

ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে কেরুজ নতুন হাই স্কুলে গোপন ব্যালোটের

মাধ্যমে ভোট গ্রহন হবে সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহিনভাবে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। চিনিকলের হিসাব, প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ সহ বানিজ্যিক খামার গুলোর শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়ে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা গত নির্বাচনে ছিলো ১০৮৮ এবার বেড়ে হয়েছে ১১ ৮৭।

দলীয় প্রার্থী যেই হোক তার পক্ষে কাজ করতে হবে– এমপি টগর

দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচন উপলক্ষে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধীত সভা ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকালে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে বর্ধীত সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিরা।

তারা যতই অপশক্তি চালাক না কেনো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। আপনারা জানেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান গত ২৭ ডিসেম্বর মারা যান, মতিয়ারের মৃত্যুতে দলের অপুরনীয় ক্ষতি হয়েছে যা, পুরণ হবার নয়। আগামী ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দর্শনা পৌরসভার উপ-নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ইতিমধ্যে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বরাবর দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাকেই দলীয় প্রার্থী মনোনীত করুক না কেনো তার পক্ষে সবাই কাদে কাদ মিলিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করতে হবে। কেউ নৌকার বিপক্ষে গেলে তাকে দল থেকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু’র উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহাফুজুর রহমান মনজু,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোজাহারুল ইসলাম,দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হাজী শহিদুল ইসলাম, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবীর, আরো উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা এরশাদ মাষ্টার, লিয়াকত আলী, আ:লীগ নেতা আমির হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, ইদ্রিস আলী, হায়দার আলী, দাউদ হোসেন, আব্দুল হান্নান সহ দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ৯ টি ওয়ার্ডের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ। অনান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পত্র চেয়ে যারা আবেদন করেছেন তারা হলো দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের সহোদর আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক ভিপি ও জিএস আবু সাঈদ মোহাম্মদ হাসান, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা পৌর যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম বাবু, সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল হক সুমন।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান

আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা চিৎলায় ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এই জরিমানা করা হয়।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা বুন্দাগাড়ীর মাঠে ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের সময় ভেকু মেশিন সহ একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। সরকারিভাবে মাটি উত্তোলনের কোন অনুমতি না থাকায় এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে কার্পাসডাঙ্গার আব্দুল হান্নানের ছেলে হাবিবুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদায় “ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র ও মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদায় “ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র (কম্বল) ও মাক্স বিতরণ করা হয়েছে। শীতার্ত অসহায় মানুষের সামান্য উষ্ণতা দিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রেখে বিগত বছরগুলোর ন্যায় সেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি’র আয়োজনে এবারও শীতবস্ত্র (কম্বল) ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

শনিবার বিকালে দামুড়হুদা দশমী সরকারি প্রাইমারি স্কুলে কম্বল ও মাস্ক বিতরণ করা হয়। “ওরা বন্ধু সংঘ’র সভাপতি সাংবাদিক তানজীর ফয়সালের সভাপতিত্বে কম্বল ও মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় “ওরা বন্ধু সংঘ” প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ২যুগ যাবত বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে আমাদের সমাজের আশপাশের নিন্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করে আসছে। এ ধরনের আয়োজন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটির জন্য সর্বদাই আমার সহযোগিতা থাকবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি আমাদের দামুড়হুদাতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সংগঠনটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শিক্ষক হাফিজুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জাগ্রত জনতা (সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠাতা) প্রাণী চিকিৎসক মোঃজাহাঙ্গীর আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রকৌশলী মোঃ ইমরান হোসেন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাসস্ট্যান্ড বাজার বনিক সমিতির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি শামসুজ্জোহা পলাশ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন “ওরা বন্ধু সংঘ’র সহ-সভাপতি আসলাম মিয়া, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ সহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে পিঠা উৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বর্ণাঢ্য ও জাকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পিঠা উৎসব। পিঠা উৎসব ও একাদশ শ্রেনীর ক্লাশ উদ্বোধনকে স্মরণীয় করে রাখতে কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহন করেছেন নানা উদ্যোগ।

এ বছরের পিঠা উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় কলেজের অধ্যক্ষ মহাঃ খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন। এসময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ রমজান আলী,সহকারী অধ্যাপক সাইফুর রহমান টোকন, বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি মোঃ নকিম উদ্দিন প্রমুখ।

এবারের পিঠা উৎসব ও একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এমএএস ইমন।

জানা গেছে, আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় কলেজ প্রাঙ্গণে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠান চলবে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত। এর আগে সকাল ৯ টার সময় একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন করা হবে। একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন ও পিঠা উৎসবে যোগ দেবেন জনপ্রতিনিধি সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পরে পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানটি সকলের জন্যই থাকবে উন্মুক্ত । বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন রকমের বাহারি নকশায় ও বিভিন্ন স্বাদের পিঠাপুলি নিয়ে শিক্ষার্থীরা সাজাবে পিঠা প্রতিযোগিতার সকল স্টল।

উৎসব মূখর পরিবেশে কোটচাঁদপুর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরস্বতী পূজা উৎযাপন উপলক্ষে উৎসব মূখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

শনিবার বিকালে উপজেলার শিঙ্গিয়া বটতলা ঘাটে সিঙ্গিয়া আইপিএম কৃষি মোর্চা সহযোগিতায় ও সিঙ্গিয়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে স্থানীয় বলুহর বাঁওড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে মোট ৮ টি নৌকা অংশগ্রহন করে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে সকাল থেকেই

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উপজেলার লোহা পট্রিতে মবিল ও পেট্রোল ব্যবসায়ী আলিমের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আমি ১৯৭৪ সালে অনুমোদন নিয়ে পেট্রোল ব্যবসা করে আসছি। আমার অনুমতি পত্র হরিণাকুণ্ড থানায় দেওয়া আছে আমার কাছে নেই। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু জানান, আইনের উর্ধ্বে কেঊ নাই আমি বেশ কয়েকবার আইন শৃংখলা মিটিংয়ে বলেছি ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য, আমি আশাকরি খুব দ্রুতই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি আশা করেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত) গণমাধ্যমকে জানান, প্লাস্টিক বোতলে পেট্রোল বিক্রয় করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে সেটা অপরাধ। তাছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার ১০ টির উপরে বিক্রয় করলে সেটা আইন বিরোধী। খুব শীঘ্রই এসব অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা জানান, বতর্মান বাজারে যারা এসব ব্যবসায় করে আসছে খুব শীঘ্রই উপজেলা প্রশাসন থেকে বাজার মনিটরিং করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্ব এই ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কোর্টপাড়া ও বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে বেশ কয়েকটি পানির কারখানাগুলোতে

তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে কোর্টপাড়া মেসার্স একুয়া ফ্রেশ ড্রিংক ওয়াটার নামক পানির কারখানায় পানির টেস্ট রিপোর্ট ও লাইসেন্স ব্যতীত অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকরভাবে পানি বোতলজাত ও বাজারজাত করার অপরাধে এর মালিক মোঃ সাঈদ আশীককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৭ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে একই এলাকায় মেসার্স ইসরা ড্রিংকিং ওয়াটার নামক পানির কারখানায় তদারকি করা হয়। এসময় পানির জারে মেয়াদ, মুল্য অর্থাৎ মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ মনিরুল ইসলামকে ৩৭ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া বাগানপাড়ায় মেসার্স লাইফ ওয়াটার নামক পানির কারখানাকে জনস্বাস্থ্য থেকে পানির টেস্ট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে জরিমানা আদায়ের সময় আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি টিম।জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

মেহেরপুরে জমি দখলকে কেন্দ্র করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়ায় জমি জবর দখলকে কেন্দ্র করে সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে করেছে সাইফুল ইসলাম ঘটন ও মেহেদী হাসান রোলেক্স ।

শনিবার সকালে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড মল্লিক পাড়ায় এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাইফুল ইসলাম ঘটন বলেন আমার চাচাতো ভাই মোবিন

উদ্দিন গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আমাদের নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে আমাদের পরিবারের মান খুন্ন করেছে যা আমাদের জন্য দুঃখ জনক।

আমাদের নামে আইন অমান্য করার কথা বলেছে। চাচা আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে ১৪৫ ধারার জন্য মামলা করে। বিজ্ঞ আদালত ১১/০৯/ ২০২২ তারিখে মামলা খারিজ করে দেয়।

তিনি আরও বলেন চাচাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করেনি জীবন নাশের হুমকি দেওয়া তো প্রশ্নই আসে না।

জমির জবর দখলের মূল ঘটনা হচ্ছে আমার পিতামৃত-এ কে এম সামসুজ্জোহা, চাচা আব্দুল মান্নান ও আব্দুল মজিদের সাথে ১৯৬৪ সালে বিনিময় দলিল করে দলিল নং-৫৭৩৪ আমার পিতা তাদের ৬ একর ৭৪ শতক নিজ নামীয় সম্পত্তি প্রদান করে বিপরীতে ৫৭৩৩ নং দলিলে তারা আমার পিতাকে ৬ একর ৯১ শতক জমি প্রদান করে। এর মধ্যে ২ একর ২৩ শতক জমি শরিক নাই আব্দুল মান্নানের। বলে আমার আব্বার সাথে প্রতারনা করে তিন শরীকের জমি প্রদান করে। ২ একর ২৩ শতক জমির মধ্যে ১ একর ৪৮ শতক জমি আমার পিতা বুঝিয়ে দেওয়া হয় নি। পরে চাচাকে উক্ত বিষয়ে বললে মৌখিকভাবে আমাদের জমি বুঝিয়া দিয়া দখল দেয়। সেই থেকে আমরা জমির ভোগ দখল করে আসছি। আমরা কোন জমি জবর দখল করি নাই। আমার পিতা ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরন করলে আমরা চাচার সাথে জমি রেজিষ্ট্রি চাইলে বিভিন্ন তাল বাহান শুরু করে। পরে ২০১৭ সালে আমরা বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করি মামলা নং-৩/১৭ যা এখনও চলমান। মামলা চলাকালীন চাচা ৪টি দলিলে আইন অমান্য করে জমি বিক্রয় করে দলিল নং-১১১৮/১৯, ১৬৭৪/১৯, ১৬৭৬/১৯, ১৬৭৭/১৯ আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আমরা সামাজিকভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার চাচা রাজি থাকলেও চাচাতো ভায়ের কারণে সমাধান হয়নি।

তিনি আরও বলেন গত বুধবার ১৮/০১/২০২৩ তারিখে আমার চাচাতো ভাই আমাদের নামে থানায় অভিযোগ করলে শনিবার ২১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে থানায় বসার কথা থাকলেও আমরা হাজির হলে তারা মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্তকে মুঠোফোনে জানায় তারা থানায় বসতে রাজি না।